Name of Study Area: Rural
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 37:06 min
ID: IDI_AMR304_HH_R_23 May 17
Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Male	47	Class-V	HDM	35,000 BDT	7 Months-Male	65 Years-Female	Tribe (Barmon)	Total=11; Child-2, Husband (Res.), Wife, Brother-2, Brother-in-law-2, Nephew-2, Mother

প্রশ্নকর্তা: দাদার নামটা কি?

উত্তরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা: পরিবারে কতজন থাকেন আপনারা?

উত্তরদাতা: আমরা হলাম ৯/১০ জন না? (পাশের থেকে ছোট ভাই: ১১ জন) ১১ জন আছি আমরা।

প্রশ্নকর্তা: ১১ জন। আচ্ছা, অনেক বড় পরিবার আপনাদের।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এই ১১ জন কে কে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: ১১ জনের মধ্যে আমরা ৩ ভাই, ৩ বউ।

প্রশ্নকর্তা: হু, ৬ জন।

উত্তরদাতা: মা, তারপর বাচ্চা আছে আমার ২ জন আর আমার ছোট ভাইয়ের ২ জন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এই হলো ১১ জন।

প্রশ্নকর্তা: এই বাড়িতে আপনাদের সাথে অন্য কেউ আবার এসে থাকে কিনা?

উত্তরদাতা: অন্য কেউ বলতে এমনি কেউ থাকে না এসে, আর আত্মীয়-স্বজন আসলে থাকে। এমনি কনটিনিউ যে থাকা সেটা কেউ থাকে না।

প্রশ্নকর্তা: আর গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী এরকম কতগুলো আছে?

উত্তরদাতা: গরু-ছাগল বলতে আমার শুধু গরু পালি, এই গাই-বাছুর।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কয়টা?

উত্তরদাতা: গাই-বাছুর একটা একটা দুইটা।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: গাই একটা আর বাছুর একটা এই দুইটা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর হাঁস-মুরগী?

উত্তরদাতা: হাঁস-মুরগী আমরা পালি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনাদের মাসের ইনকামটা কত?

উত্তরদাতা: ইনকাম বলতে এরকম ৩০-৩৫ হাজার টাকা মাসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর কি কি কাজ করেন আপনারা? ইনকামের লোক কে কে?

উত্তরদাতা: ইনকামের লোক বলতে আমি করি হলো আপনার দর্জির কাজ, আর দুইভাই করে আপনার রিক্সার-অটো-সাইকেল এগুলোর দোকান করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কাজ-টাজ করে এগুলোর, হাতের কাজ করে- এই তো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর আপনার বাড়ি হচ্ছে- এখানে দেখতে পাচ্ছি ৩টা ৩ ধরনের।

উত্তরদাতা: জ্বী।

প্রশ্নকর্তা: একটা হচ্ছে পাকা বাড়ি, একটা মাটির বাড়ি আর একটা টিনের বাড়ি।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। একই সাথে আমরা, আমরা সবাই একই সাথে থাকি।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের খাওয়ার পানির ব্যবস্থা কি রকম?

উত্তরদাতা: খাওয়ার পানির ব্যবস্থা বলতে আমাদের এই যে টিউবওয়েল আছে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি ডিপ টিউবওয়েল, নাকি?

উত্তরদাতা: এটা ডিপ টিউবওয়েল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ডিপ টিউবওয়েল বলতে বড় যে ডিপ টিউবওয়েল এগুলো না আরকি। নরমাল যে ডিপ টিউবওয়েল আছে সেগুলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, নরমাল টিউবওয়েল। গরুকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কি খাওয়ান? পানি খাওয়ানোর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: এমনি ক্ষুরা, ভুসি খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: না মানে গরুকে পানি দেওয়ার সময় এই পানি খাওয়ান নাকি অন্য ব্যবস্থা আছে?

উত্তরদাতা: এই পানি খাওয়ায়, আমরা যে পানি খাওয়ায় সেটাই খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া রান্না-বান্না বা অন্য বিভিন্ন কাজে কোন পানি ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা: আমরা এই পানিই ব্যবহার করি, টিউবওয়েলের পানিই ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা: সবই টিউবওয়েলের পানি?

উত্তরদাতা: সবক্ষেত্রেই টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করি আমরা অন্য কোন পানি ব্যবহার করি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনার সম্পদ বলতে এই বসতবিটা কি আপনাদের?

উত্তরদাতা: এটা নিজেদের বসতবাড়ি।

প্রশ্নকর্তা: এরকম আপনাদের আর কোন জায়গা-জমি আছে কি না?

উত্তরদাতা: আরো বলতে আছে কিছু। এখানেই আছে ওখানে হলো ১০ আর হলো ৫, ১৫ আর ওখানে আছে মনে হয় কিছু ১৪ হবে এই সব মিলে ২৫-৩০ ডেসিমেল হবে। এইটা (বসতবাড়ি) বাদ দিয়ে আছে মনে হয় ৩০ ডেসিমেল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটাও তো দেখি অনেক বড় এরিয়া।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, বড়। এটাও আছে ৩০ ডেসিমেলের মত।

প্রশ্নকর্তা: ৩০ ডেসিমেল।

উত্তরদাতা: এইটা ৩০ ডেসিমেল আর ওখানে ৩০ মোট ৬০ ডেসিমেল আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানে যে আমগাছ দেখলাম ওগুলোও কি আপনাদের?

উত্তরদাতা: ওই মন্দিরের পাশে যেগুলো ওগুলো হলো আমাদের। মন্দিরের ওখানে আছে এগুলো না।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা। আপনার পরিবারে এখন কি সবাই সুস্থ আছে? সবাই ভাল আছে?

উত্তরদাতা: এখন তো সুস্থই দেখা যায়।

প্রশ্নকর্তা: হু। আপনাদের তো অনেক বড় পরিবার ১১ জনের পরিবার।

উত্তরদাতা: এখান সবাই সুস্থই আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো ধরেন কেউ বাড়িতে অসুস্থ হয়ে গেলো তার দেখাশোনা কে করে?

উত্তরদাতা: তার দেখাশোনা এখানে দেখা গেলো আমি যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে বাকি সবাই করে, এখানে ভাইয়েরা আছে আর ভাইয়ের বউরা আছে, নিজের ওয়াইফ আছে। এছাড়া আমরা এখানে সবাই সবাইকে দেখাশোনা করি।

প্রশ্নকর্তা: এখানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নেই?

উত্তরদাতা: না না। যেমন ধরেন আমি এখন দোকানে চলেগেছি, আমি নেই বাসায় আবার আমার ভাইয়েরাও নেই তখন দেখা গেলো আমার ছোট ভাইয়ের বউ আমার মাকে দেখলো বা আমার বউ মাকে দেখলো- এরকমই হয়, অসুবিধা হয় না, সবাই সবাইকে দেখাশোনা করি।

প্রশ্নকর্তা: তো ধরেন কেউ যদি আপনার পরিবারে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলো বাড়ির মধ্যে বা আপনি নিজে কাজ করতে গিয়ে, বা ভাইয়েরা ওদের ওখানে কাজ করতে গিয়ে, বা বাচ্চারা। তখন আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন এরা যে অসুস্থ হয়েছে, কি হয় নাই এই বিষয়টা?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলে হয়তো বা যেমন ধরেন দুই ভাই হলো পাশের গ্রামে থাকে তাহলে দেখা গেলো এদের কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে দেখা যায় কোন একজন ফোন করলো, বললো, আমার দাদার বা ছোট ভাই অসুস্থ হইছে, এখন একটু পাশের এক শহরে নেওয়া দরকার হাসপাতালে নেওয়া দরকার। তখন হয়তোবা আমি গেলাম বা ওরা একজন গেলো দোকানে আমাকে রেখে। এভাবেই আমাদের চলে আসছে।

----------৫:০৮ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে?

উত্তরদাতা: বাড়িতে অসুস্থ হলে, বেশি অসুস্থ হলে ফোন করে বা দোকানে চলে যায়। ফোন করলে বলে মার তো এরকম সমস্যা তোমরা আসো। তখন আমরা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

প্রশ্নকর্তা: এখন কি আপনার মা অসুস্থ?

উত্তরদাতা: এখন মা অসুস্থ না, এমনি ভালোই আছে। একটু প্রেশার বেশি তাই প্রেশারের জন্য সমস্যা হয়। প্রেশার আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি তো পরিবারের বড় ছেলে?

উত্তরদাতা: ছেলের মধ্যে বড় আমি।

প্রশ্নকর্তা: সিদ্ধান্ত তো আপনাকে দিয়েই শুরু হয়?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্ত মূলত আমরা সবাই মিলে করি। শুধু আমি না সবাই মিলে করি।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার বললেন দুইজন ছেলে-মেয়ে, ছেলে-মেয়ে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। একটা ছেলে, একটা মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা: ছেলেকে তো দেখলাম আর মেয়েটা?

উত্তরদাতা: আমার মেয়েটা বাইরে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: মেয়েটা বড়?

উত্তরদাতা: হু। কোনাবাড়ি, মৌচাক থাকে।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মামা বাড়ি ওখানে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন পরিবারে এরকম কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তখন আপনারা একজন আরেকজনকে দেখেন।

উত্তরদাতা: মানে হ্যাল্প করে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। ধরেন হঠাৎ করে আপনাদের কোন অসুখ হলো তখন আপনারা সবার আগে কার কাছে যান? ধরেন ছোট অসুখ বা জ্বর এরকম কিছু হলে? বা অনেক বড় কোন অসুখ হলে?

উত্তরদাতা: আসলে ছোট-খাটো হলে আমরা এই মার্কেটেই যায় এখানে ছোট ডাক্তার আছে এদের কাছে যায় প্রাথমিক অবস্থায়। মানে এরা যখন বলে এটা এখানে সম্ভব না আপনারা অন্য জায়গায় যান অথবা তখন আমরা পাশের এক শহরে যায়, পাশের এক শহরে হাসপাতালে যায় বা পাশের গ্রামে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এটা একটু বলেন এখানে কার কাছে যান?

উত্তরদাতা: এখানে আপনার ডা:২ আছে, এর কাছেই আমরা যায় বেশি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার কাছে কেন বেশি যাওয়া হয়?

উত্তরদাতা: প্রাথমিক যে চিকিৎসাটা সে সেটা মোটামুটি ভাল করতে পারে এজন্যই যাওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: আর অন্য কোন কারণ কি আছে কেন ওর কাছে বেশি যান?

উত্তরদাতা: অন্য কোথাও আসলে যাওয়ার দরকার হয় না। আর বড় ধরনের যদি অসুখ হয় তাহলে সে বলে দেয়, না এখানে তো এটা সম্ভব না এটার জন্য আপনি অমুখ জায়গায় চলে যান। তখন হয়তো বা আমরা বাইরে চলে যায়- পাশের এক শহরে বা পাশের গ্রামে যায়।

প্রশ্নকর্তা: পাশের গ্রামে গেলে কার কাছে যান?

উত্তরদাতা: পাশের গ্রামে ক্লিনিক আছে।

প্রশ্নকর্তা: পাশের গ্রামে ক্লিনিক? কোন ক্লিনিক?

উত্তরদাতা: এটা হলো আপনার এখন দিয়েছে পাশের গ্রামের ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানে কি ধরনের ডাক্তার বসে?

উত্তরদাতা: ওখানে ডাক্তার মোটামুটি ভালো ডাক্তার বসে। (পাশের ভাই: এম বি বি এস) এম বি বি এস ডাক্তার বসে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে তাহলে এম বি বি এস ডাক্তার বসে।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি পাশের গ্রামেই থাকেন নাকি বাইরে থেকে এসে বসেন?

উত্তরদাতা: পাশের গ্রামেও কনটিনিউ একজন থাকে আর বাইরে থেকেও আসে শুক্রবার হলে।

প্রশ্নকর্তা: শুক্রবারে বাইরে থেকে আসে আর অন্য সময়?

উত্তরদাতা: অন্য সময় এম বি বি এস ডাক্তার একজন আছেন, উনি দেখা শোনা করেন।

প্রশ্নকর্তা: কি নাম ডাক্তারের? নামটা জানেন?

উত্তরদাতা: নামটা জানা নেই। কি যেন নাম? (ভাইকে উদ্দেশ্য করে, ভাই: জানি না।) না নাম জানা নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর শুক্রবারে যে আসে তার নাম জানেন?

উত্তরদাতা: শুক্রবারে তো অনেক ডাক্তারই আসে, ক্লিনিকে তো একক সময় একক জন আসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সেরকম কোন নির্দিষ্ট নেই। আচ্ছা, ওটা কি সরকারি নাকি বেসরকারি?

উত্তরদাতা: না বেসরকারি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বেসরকারিই তো যেহেতু ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

উত্তরদাতা: এটা প্রাইভেট।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনারা যদি ডা:২এর কাছে না হয় তাহলে..

উত্তরদাতা: তাহলে হয়তো বা আমরা পাশের গ্রাম বা পাশের শহরে চলে যায়। পাশের শহরের হাসপাতালে যায়।

প্রশ্নকর্তা: ও, পাশের শহরের হাসপাতালে যান।

উত্তরদাতা: সেখানে যায় আমরা, বেশিরভাগ সময় আমরা ওখানে যায় কারণ এখানে খরচটা অনেক বেশি, ক্লিনিকে করলে অনেক বেশি হয়, এজন্য আমরা পাশের শহরের হাসপাতালে চলে যায়, কারণ ওখানে খরচটা অনেক কম।

প্রশ্নকর্তা: হু। এই যে আপনারা ডা:২ এর কাছে যান কোন কোন অসুখ নিয়ে আপনারা ডা:২এর কাছে যান?

উত্তরদাতা: হয়তো বা দেখা গেলো মাথা ব্যথা,

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: শরীর অসুস্থ লাগতেছে বা শরীর দুর্বল লাগতেছে তখন বলে এগুলো নেন, (পাশে থেকে ভাই: প্রেশার দেখে) প্রেশার দেখে এগুলোর জন্যই আমরা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসাটা সে ভাল করে করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সে কি দোকানও দেয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। তার দোকান আছে।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন হঠাৎ করে আপনাদের ঔষধ দরকার লাগলো, তখন কি করেন? আগে তো বললাম ডাক্তার দরকার লাগলো। তো ঔষধের দরকার লাগলে কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ঔষধের দরকার হলে এখানে যায়। এখানে যেগুলো না পাওয়া যায় তখন আমরা সেগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসি, পাশর শহরে বা ইউনয়নে এরকম জায়গা আর পাশের আরেক ইউনিয়নে আছে।

প্রশ্নকর্তা: সে জন্যও কি ডা:২ এর কাছে যান নাকি অন্য জায়গায় যান?

উত্তরদাতা: না, এখানে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা বাইরে যায়। আর যদি এখানে পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি। মূলত প্রাথমিক অবস্থায় এখান থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা জানার ছিলো দাদা, আপনি যে বললেন আপনারা প্রথমে ডা:২ এর কাছে যান, ওখানে না হলে পাশের গ্রাম বা শহরে যান এই সিদ্ধান্তটা আপনাদের পরিবারের মধ্যে কে নেয়? কোথায় যাওয়া লাগবে বা যাওয়া উচিত- এই বিষয়টা?

উত্তরদাতা: পরিবারের মধ্যে হয়তো বা ওই আমাদের ৩ ভাইয়ের মধ্যে একজন নিয়ে নেয়। বলি তাহলে পাশের শহরে নিয়ে যাও, তখন পাশের শহরে নিয়ে যায়, আর পাশের গ্রমে হলে ওখানে নিয়ে যায়।

----------১০:০৫ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওই ডা:২, যার কাছে আপনারা সব সময়ই যান প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তার কাছে কি কি ধরণের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: তার কাছে মোটামুটি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যে ঔষধগুলো লাগে এগুলো ওর কাছে পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ বলতে আপনি কোন কোন রোগের ঔষধগুলো বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: যেমন আপনার মাথা ব্যথা, জ্বর, গ্যাস্টিক, প্রেশারের সমস্যা- এগুলোর পাওয়া যায়। আর পেটের সমস্যা হলো তাহলে সেগুলোও এখানে পাওয়া যাবে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে সর্বশেষ আপনার কার জন্য যাওয়া লাগছে?

উত্তরদাতা: এখানে তো আমার জন্য যাওয়া লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আচ্ছা। কি অসুবিধা হয়েছিলো?

উত্তরদাতা: আমার হলো হাত ব্যথা।

প্রশ্নকর্তা: হাত?

উত্তরদাতা: হাতে সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: মানে বাতের সমস্যা তো। বাতের ব্যথার জন্য ঔষধ আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: সর্বশেষ কবে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: সর্বশেষ গেছি বলতে মনে হয় ১০-১৫ দিন আগে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে গিয়ে কি বললেন আর কি ধরণের ঔষধ দিছেন?

উত্তরদাতা: বললাম আমার হাতে ব্যথা, তখন সে প্রাথমিক চিকিৎসাতে সে বললো এগুলো খেয়ে দেখেন, এরপরে হয়তো আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে দেখতে পারেন। আর ব্যথার ঔষধ খাওয়া তো আসলে ভাল না। তাহলে আপনি অন্য টেস্ট করে আপনি অন্য কিছু খান। পরে আমি এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে পাশের শহরে যায় সেখানে পরীক্ষা করে সেখান থেকে শেষে ঔষধ নিয়ে আসছি।

প্রশ্নকর্তা: পাশের শহর থেকে।

উত্তরদাতা: হু। এটাও ওখানের হাসপাতাল থেকে।

প্রশ্নকর্তা: কি সমস্যা হয়েছে আপনার হাতে?

উত্তরদাতা: হাতে ব্যথা, ওই বাতের ব্যথা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো ঔষধ তো ১৫ দিন আগে খায়ছেন, এখন?

উত্তরদাতা: না, ঔষধ এখনো খাচ্ছি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এখনো খাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধ খেয়ে কেমন লাগতেছে আপনার?

উত্তরদাতা: ঔষধ খেয়ে ভাল লাগতেছে। ঔষধ খেয়ে এখন ভাল লাগতেছে। কিন্তু এগুলো দীর্ঘস্থায়ীভাবে খেতে হবে। বলে দিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী খেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: দীর্ঘস্থায়ী বলতে কত দিন খেতে হবে?

উত্তরদাতা: বলছে যে পর্যন্ত বেঁচে থাকেন সে পর্যন্ত খেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ওখানে কি এন্টিবায়োটিক ঔষধও দিয়েছিলো?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ এন্টিবায়োটিক দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কি? এটা সর্ম্পকে আমাকে একটু বলেন? মানে এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে কি জানেন সেটা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে আমি আর কি জানবো, এন্টিবায়োটিক বলতে তো বুঝায় এটা সব ধরণের কাজ করবে। হয়তো বা কোন ঘা থাকলে বা কোন ব্যথা থাকলে এগুলো তো ছেড়ে যায় এন্টিবায়োটিক দিয়ে। এই তো আমার মন্তব্য আর কি বলবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর এগুলো তো আর আমরা ইয়ে ডাক্তার হিসেবে লেখাপড়া করিনি, আমরা হলাম সাধারন পাবলিক। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: ওই হিসাবে আমাদের যা দেয় সেটা খায়।

প্রশ্নকর্তা: সেটা তো অবশ্যই একক জন একক দিকে পারদর্শী। ধরেন আপনি যেটা পারেন সেটা উনি পারেনা, আবার উনি যেটা পারেন সেটা আপনি পারেন না,

উত্তরদাতা: আর আপনি যেটা পারবেন না সেটা আমি পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: হু। আবার আপনি যেটা পারেন সেটা আমি পারি না। এরকম আরকি। এখন একক জন একক দিকে পারদর্শী। তারপরেও আমাদের কিছু ধারণা থাকে। ওটাই আমি জানতে চাইতেছি। আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমি আর একটু ক্লিয়ার হয়েনিই- আপনি বলতেছে ব্যথা বা কোন ঘা হলে ওগুলো ছাড়ানোর জন্য..

উত্তরদাতা: ওগুলো ছাড়ানোর জন্য ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিকটা দেয়- যতটুক আমি জানি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওই হিসাবে বলতে পারি তাছাড়া আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: সেটাই আপনার যা জানা আছে বা আপনার যা ধারণা সেটা বলবেন। আর আমি ওটাই জানতে আসছি। মানে আপনাদের ধারণাটা। তাহলে আপনাকে এন্টিবায়োটিকও দেওয়া হয়েছে এই ব্যথার জন্য?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো আপনারা কিভাবে চিনেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক চিনি বলতে যখন দোকানে গেছি না মানে যখন ডাক্তার লিখে দেয় তখন আমরা দোকান থেকে আনতে যায় তখন সেই দোকানদারই বলে যে এটা আপনার ব্যথার জন্য আর এটা এন্টিবায়োটিক, এটা গ্যাস্টিকের জন্য এটা ওরা বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: ওই হিসাবে আমরা চিনি তাছাড়া তো আমরা চিনি না বা চিনার আমাদের ক্ষমতা নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে ডাক্তার বলে না যখন দেয়?

উত্তরদাতা: ডাক্তার বলে। কিন্তু ডাক্তারকে তো আমরা প্রথমে প্রশ্ন করতে পারি না। যেমন আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে যে, এই প্রেসক্রিপশনটা ডাক্তার করে দিলো এইটা নিয়ে যে দোকানে ঔষধ কিনতে যাবো সে দোকানদার বলে দিতে পারে কিন্তু ডাক্তারকে এই প্রশ্নগুলো আমরা করতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ডাক্তারকে যদি প্রশ্ন করি যে এই এন্টিবায়োটিকটা দিলেন কিজন্য? ব্যথার ট্যাবলেট দিলেন কিসের জন্য সেটা যদি বলতে যায় তাহলে তো ডাক্তার বিরক্ত বোধ করবে।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: আর দোকানদারকে যদি জিজ্ঞাস করি এটা কিসের জন্য তখন দোকানদার বলে দিতে পারে, এরা তো ঔষধ বিক্রি করতে করতে এরা মোটামুটি পারদর্শী হয়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এরা বলে দেয় এটা এন্টিবায়োটিক, এটা ব্যথার জন্য, এটা গ্যাস্টিকের বা এটা অমূখের এটা ওরা বলে দিতে পারে। এটা এজন্য আসলে আমরা ডাক্তারকে কখনো জিজ্ঞাস করি নি।

প্রশ্নকর্তা: ওই ফার্মাসীতে জিজ্ঞাস করেন?

উত্তরদাতা: হু হু, ফার্মাসীতে জিজ্ঞাস করি।

----------১৫:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আর এন্টিবায়োটিক কিভাবে খেতে হবে সেটা কি ওরা বলে দেয়?

উত্তরদাতা: এই বিষয়গুলো ডাক্তার যখন প্রেসক্রিপশন করে তখন পাশে লিখে দেয়, এটা হয়তো বা আমরা বুঝি না কিন্তু যে দোকানদার, ফার্মাসীরা যে দোকান করে সে আবার ওই জিনিষগুলো বুঝে তখন সে বলে দেয় এটা দুই বেলা খাবা, এটা তিন বেলা খাবা, এটা এক বেলা খাবা- এটা ওরা বলে দেয়। ওই হিসাবে আমরা খায়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি যখন ওই যে পাশের শহরের হাসপাতালে গেলেন বা যেখানেই যান বা এখানে পাশের গ্রামের ক্লিনিকে গেলেন, তখন তারা আপনাকে একটা প্রেসক্রিপশনে ঔষধ দিলো– ধরেন ১৫ দিন বা ১০ দিন বা এরকম দেওয়ার পরে আপনি কি উনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে কিনে নিয়ে আসেন নাকি বাকি রেখে আছেন? কিভাবে কিনেন ঔষধটা?

উত্তরদাতা: দেখা গেলো ১৫ দিনের ঔষধ দিলো তখন দেখলাম আমার টাকা আছে ৭ দিনের তখন ৭ দিনের ঔষধ কিনে আনি। ৭ দিন খেয়ে দেখি কি অবস্থা। আবার ডাক্তারই বলে দেয় ১৫ দিন পরে আসবা বা ৭ দিন পরে আসবা। তখন ওই হিসাবে দেখা যায় ৭ দিন ঔষধ খেয়ে পরে আবার ৭ দিনের ঔষধ আনতে যায়। কিন্তু আমার কাছে আছে মাত্র ৭ দিনের, তাহলে টাকা শর্ট। ৭ দিন এনেও দেখা যায় যে পরে আবার ৭ দিন এনে খেয়ে ১৫ দিন পরে আবার ডাক্তারের কাছে চলে যায় তখন ডাক্তার যে ডিসিশনটা দেয় ওই হিসাবে আমরা কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন যদি বলে আবার ঔষধ খেতে হবে না তখন খায় না, আর যদি বলে না আপনার আরো ঔষধ খেতে হবে ৮ দিন তাহলে আমাদের ওভাবে খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যখন আপনি ঔষধ ৭ দিনের জন্য নিয়ে আসেন এখানে যে গ্প থাকে আরো ৭ দিনের খাওয়ার, এখানে কি কোন গ্প যায়? অরেন একদিনের জন্য কোন কারণে কিনতে পারলাম না– এরকম কি কখনো হয়?

উত্তরদাতা: হয়, অনেক সময় হয়।

প্রশ্নকর্তা: হয়?

উত্তরদাতা: যে দেখা যায় আজ যাবো কিন্তু যাওয়া হলো না কোন কারণে, তখন দেখা যায় বলি তাহলে আগামীকাল যায় একদিন না খেলে কিছু হবে না। এরকম হয় আমাদের অনেক সময় হয়।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। এটা কি শুধু আপনার ক্ষেত্রে হয়, না পরিবারের অন্য সবার ক্ষেত্রে হয়?

উত্তরদাতা: এখন এটা আমার ক্ষেত্রেও হয় আবার অন্য পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রেও হয়, কারণ সব সময় তো সবার কাজের চাহিদা এক রকম থাকে না, দেখা গেলো আজ কাজের চাপ বেশি তাহলে আমরা চিন্তা করি আজ না গিয়ে কাল যায়, কাল এমনি যাওয়া দরকার কাল যাবো তাহলে একদিন খেলাম না বা সবাই খেলো না, এই হিসাবে একদিন গ্যাপ যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এভাবে গ্যাপ যেতে পারে। আর ধরেন আপনি যখন ঔষধ কিনতে যান বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে কি আপনার প্রেসক্রিপশন দেখানো লাগে? নাকি প্রেসক্রিপশন ছাড়াও কেনা যায়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন দেখাতে হয় অথবা যে ঔষধ আমি খায়ছি সেগুলো নিয়ে যেতে হয়। কারণ দেখা যায় প্রেসক্রিপশন ছাড়া আমি নামও ভুল বলতে পারি, এজন্য প্রেসক্রিপশন নিয়ে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: সেটা নিয়ে গেলে ওরা প্রেসক্রিপশনে যেতা আছে সেটা দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: হু। আর যদি হলো আপনি নাম জানেন, এরকম আছে না কিছু এন্টিবায়োটিক ঔষধের নাম আমরা জানি...

উত্তরদাতা: হু, অনেকেই জানে।

প্রশ্নকর্তা: তাই দেখা গেলো এভাবে নিতে গেলেন তখন কি এমনি দিয়ে দেয় এরা? এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন ছাড়া?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, দিয়ে দেয়, নাম বলতে পারলে দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে আপনি বর্তমানে ঔষধ খাচ্ছেন, এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেতে গিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে এগুলোর দাম কি রকম?

উত্তরদাতা: দাম তো আমাদের জন্য একটু বেশি, যেমন– একটা ট্যাবলেটের দাম আছে আপনার ২০ টাকা করে। ওগুলো যদি আমি কনটিনিউ ২ বেলা করে খেতে যায় তাহলে দেখা যায় আমার ইনকামের চেয়ে খরচটা বেশি হয়ে যায়। ওই হিসাবে আমাদের জন্য একটু বেশি হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: তখন বাধ্যতামূলক খেতে হয়, হয়তো বা আমার টাকা নেই, তখন আমার ভাইয়ের টাকা আছে। আর বললাম এই ঔষধটা নিয়ে এসো, ওরা নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা: তারপরেও খাওয়া লাগে?

উত্তরদাতা: হু, তারপরেও খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বা এই দামি ঔষধগুলো আমাদের মধ্যে বেশি ভাল কাজ করে নাকি আরো যে অন্য ঔষধ বা কম দামি ঔষধ আছে সেগুলো বা এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা: এখন ঘটনা হলো, এখানে সব কথা হলো ডাক্তারের। ডাক্তার যেগুলো দেয় সেগুলো আমাদের খেতে হয়, সেগুলোর দাম কম আর বেশি বলে কোন কথা নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: সেটা যদি হতো তাহলে আমরাই কিনে খেতে পারতাম, যে আমি ২০ টাকারটা খাবো না, আমাকে ৫ টাকারটা দাও। তাহলে তো আর কাজ হবে না, ডাক্তার যেটা লিখে দেয় সেটাই আমাদের খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন এরকম কখনো হয়েছে যে আপনি ঔষধ কিনতে গেলেন প্রেসক্রিপশন দিয়ে তখন দোকানদার আপনাকে বললো এটা না অন্যটা কিনেন একই কোম্পানির একই কাজ করবে এরকম কখনো হইছে কিনা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। এগুলো দোকনদাররা বলে, তখন আমরা বলি যেটা দিয়েছে সেটাই আমার নিতে হবে। কারণ অন্যটা দিতে হলে ডাক্তারই অন্যটা দিয়ে দিতো। তখন ওরা বলে ঠিক আছে দাদা আমার এখানে নেই আপনি দেখেনা অন্য কোথাও, তখন অন্য জায়গা থেকে নিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কোন ঘটনা আপনাদের সাথে কখনো হয়েছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, হয়েছে, আমার সাথে হয়েছে।

----------২০:০৫ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: এটা কত দিন আগে হয়েছে? আর এটা কি বাশঁতৈলে নাকি আপনাদের এই বাজারে? এটা যেন কি বাজার?

উত্তরদাতা: এটা হলো আমাদের গ্রামের বাজার। আর ওটা হলো পাশের গ্রাম। পাশের ওই গ্রামে পাওয়া যায় না খুব একটা হয়তো বা পাশের আর একটা গ্রামে যেতে হয়। সবগুলো পাওয়া যায় না, যেমন ধরেন বাহিরে ডাক্তার যে ঔষধগুলো লিখে এগুলো আসলে সহজে পাওয়া যায় না। ওগুলো হয়তো পাশের আরেক ইউনিয়ন বা পাশের শহরে পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যখন না পান তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: যখন না পাই তখন হয়তো পাশের আরেক ইউনিয়ন নিয়ে যেতে হয়, তখন হয়তো বলি এখন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে এগুলোর পরিবর্তে কি দেওয়া যায়? তখন দেখা যায় ডাক্তার যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে আমরা ডাক্তারের কাছে যায়, বলি এগুলো তো পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ডাক্তার হয়তো বা অন্য একটা লিখে দিলো, এটার পরিবর্তে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এভাবেই আমরা খায়।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি ডাক্তার কাছা কাছি না থাকে?

উত্তরদাতা: তখন দোকানদারকে বলি এটা পরিবর্তে কি আছে? এগুলো তো নেই, তখন বলে যে এগুলো তো বাইরের এগুলো পাওয়া যায় না, তো এগুলোর পরিবর্তে এগুলো আছে এগুলো নেন। তখন বলি এগুলোই দেন তাহলে, তখন বাধ্য হয়ে ওগুলো আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এখন আপনি যে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো খাচ্ছেন, সেগুলো খেয়ে কি আপনি এখন সুস্থ আছেন? মানে কতটুকু সুস্থ হইছেন আগের তুলনায়?

উত্তরদাতা: আগের তুলনায় তো এখন সুস্থ আছি, ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা: ভালো। ব্যথা কি কমেছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এরকম আপনার বাচ্চাদের কি কারোর এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন বা ২০ দিন বা এক মাসের মধ্যে কারোর কি কোন ঔষধ লাগছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। লাগছে। আমার বাচ্চার লাগছে। টনসিলের সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: পাশের শহরে।

প্রশ্নকর্তা: সরাসরি পাশের শহরে নিয়ে গেছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। প্রথমেই পাশের শহরে নিয়ে গেছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। পাশের শহরে কোথায়?

উত্তরদাতা: একটা হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: কি ধরনের ঔষধ দিয়েছিলো বা কত প্রকারের ঔষধ দিয়েছিলো এবং কিভাবে সেগুলো কিনে আনছেন?

উত্তরদাতা: ওরে নেওয়ার পরে ওরে ওজন নিয়েছে, পরে দেখা গেলো বয়স অনুপাতে এর ওজন হয়নি। তখন মুখের রুচির জন্য সিরাপ দিয়েছে, আর টনসিল কমার জন্য দুইটা সিরাপ আর ঔষধ দিয়েছে। এগুলো মোটামুটি ১৫ দিন খাওয়ানোর পরে কিছু কমছে। পরে ১৫ দিন পরে যেতে বলেছে, ১৫ দিন পরে দেখা গেলো আর একটু আছে তখন দেখায়লাম, তখন সে আবার ঔষধ লিখে দিয়েছে, ওগুলো খাওয়ান পরে এক সপ্তাহ পরে আবার আসবেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর যদি কমে যায় তাহলে আর আসার দরকার নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: পরে দেখা গেছে যে কমে গেছে তাই আর যাওয়া হয় নি।

প্রশ্নকর্তা: হু। বাচ্চার ঔষধের সাথে কি এন্টিবায়োটিক ছিলো?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ছিলো কিনা সেটা আমি এখন সঠিক বলতে পারবো না। খালি সিরাপ লিখে দিয়েছে ওগুলো খাওয়াচ্ছি,ওই তো ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু জিজ্ঞাস করেন নাই কোনটা এন্টিবায়োটিক? বা ফার্মাসীতে বলে নাই?

উত্তরদাতা: না, ভুলে জিজ্ঞাস করিনি।

প্রশ্নকর্তা: সেই ঔষধ কি ঠিকমত সব খাওয়ানো হয়েছিলো বাচ্চাকে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। খাওয়ানো হযেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: নাকি সুস্থ হয়েগেছে আর খাওয়াননি?

উত্তরদাতা: না না, গ্যাপ যায় নি, সব খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম এন্টিবায়োটিক ঔষধ বাড়িতে তুলে রাখছেন পরবর্তীতে এরকম অসুখ হলে আবার খাওয়ানো যাবে চিন্তা করে রেখে দিয়েছেন কিনা? এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা: না না, ওভাবে কোন ঔষধ রাখা হয় নাই। কারণ এরা যে ঔষধগুলো দেয় এর প্রায় ঔষধ দেখি এক সপ্তাহ খাওয়ানো যায়। তারপরে আর খাওয়ানো যায় না। তারপরেও যদি কিছু থাকে সেগুলো আমরা ফেলে দিই আমরা রাখি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। খাওয়ানো যায় না কেন?

উত্তরদাতা: ওটা ওরা ওখান থেকে বলে দেয় যে এই ঔষধ এক সপ্তাহের বেশি রাখা যাবে না। বোতলের গায়ে লেখা থাকে। বোতলের গায়ে লেখা থাকে যে এক সপ্তাহ খাওয়ানোর পরে আর খাওয়াবেন না। এই বিষয়গুলো ডাক্তারই ভাল বুঝে আমার এবিষয়ে ভাল ধারণা নেই।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: ওরা যেভাবে বলে দেয় আমরা সেভাবে খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এখানে একটা কমিউনিটি ক্লিনিক নাকি আছে সরকারি ওখানে কি আপনারা যান?

উত্তরদাতা: ওখানে যায় মাঝে মাঝে।

প্রশ্নকর্তা: কখন যান?

উত্তরদাতা: ওখানে যায় দেখা গেলো হালকা জ্বর হলো বা কোন গ্যাস্টিকের ঔষধের দরকার হলো বা কৃর্মিও ঔষধের দরকার হলো তখন যায়। ওখানে গিয়ে দেখা গেলো কিছু ঔষধ দেয় ওগুলো খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানে বেশি যাওয়া হয় নাকি ডা:২এর এখানে বেশি যাওয়া হয়?

উত্তরদাতা: ডা:২এর ওখানে বেশি যাওয়া হয়। ওখানে কম যায় কারণ ওখানে তো সব সময় ঔষধ থাকে না। মাসের প্রথমে থাকে আর মাসের শেষে থাকে না, ঔষধ দিতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা: ও।

উত্তরদাতা: চাহিদা তো অনেক, এজন্য দিতে পারে না। ওখানে যায় তবে কম যায় আর কি।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কম যান কারণটা হলো ওখানে ঔষধ কম পাওয়া যায়।

উত্তরদাতা: হু, ঔষধ কম পাওয়া যায়, মাস শেষে গিয়ে কম পাওয়া যায়। কিন্তু মাসের প্রথমে পাওয়া যায়।

----------২৫:১১ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাড়িতে এখন কোন এন্টিবায়োটিক ঔষধ রাখা আছে কিনা?

উত্তরদাতা: এখন এন্টিবায়োটিক রাখানেই।

প্রশ্নকর্তা: এখন কেউ খাচ্ছে এরকম কোন এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বলতে এখন তো নেই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার নিজের হাতের ব্যথার জন্য কোন ঔষধ?

উত্তরদাতা: আমার ব্যথা বলতে– খাওয়া বাদ দিয়েছি, খায় না আর এই যে দুই দিন ধরে খাওয়া বাদ দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: বাদ দিয়েছেন বলতে?

উত্তরদাতা: খায় না আর কি। কমছে তো এই জন্য খায় না।

প্রশ্নকর্তা: ও। এগুলো কি তাহলে আর খাবেন না?

উত্তরদাতা: খাবো। আমি ডাক্তারের কাছে যাবো যাবো.. গত সপ্তাহে গেছিলাম পরে এরা বললো এগুলো আপনার কনটিনিউ করতে হবে যে পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকেন সে পর্যন্ত আপনার খেতে হবে। তারপরেও আমি মাঝে মাঝে গ্প দিই। দেখি গ্প দিলে কি বাড়ে কি বাড়ে না।

প্রশ্নকর্তা: ও। আগে একটু দেখে নেন যে বাড়ে কি বাড়ে না?

উত্তরদাতা: হু। প্রতিদিন দুইবেলা তিনবেলা করে খেয়ে আসলে খেতে মন চাই না।

প্রশ্নকর্তা: কেন আপনি এইভাবে ঔষধ খাওয়া বাদ দিয়েছেন? এটার কারণটা কি? এটা কি কেনা লাগে তাই?

উত্তরদাতা: কেনা লাগে একরণেও আবার দেখা যায় যে প্রতিদিন ঔষধ খায়তে খায়তে আর ভাল লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এজন্য মাঝে মাঝে গ্প দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম বাড়ির অন্য সবার ক্ষেত্রেও কি এরকম হয়?

উত্তরদাতা: অন্য সবার বলতে যখন অসুখ কমে যায় তখন তো এরকম হয়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে সবাই এরকম যে অসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে যান, আর অসুখ যদি একটু কমে যায় তখন আর ঔষধ কনটিনিউ করে না?

উত্তরদাতা: হু হু, কনটিনিউ করে না। অনেকে খেতে চাই না, ছেড়ে গেছে আবার কেন খাবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তখন যে ঔষধ বাকি থাকে সেগুলো কি করেন?

উত্তরদাতা: আসলে দেখা যায় ঔষধ এক সপ্তাহ খাওয়ার পরে বাকি থাকে এক দিন, ওগুলো ওভাবে থাকে আর না হলে ফেলে দেয় এরকমই।

প্রশ্নকর্তা: পরে অসুখ যদি আবার বেড়ে যায় তখন কি আবার ওগুলো খান?

উত্তরদাতা: খুব বেশি দিন হয়ে গেলে আর খায় না।

প্রশ্নকর্তা: বেশি দিন বলতে কত দিন রেখে দেন?

উত্তরদাতা: বেশি দিন বলতে ধরেন আজকে এক সপ্তাহের খেলাম পরে দেখা গেলো এক মাসের মধ্যে আমার কোন কিছু হলো না তখন ওগুলো তো আসলে পুরানো হয়ে যায় তখন খেতে নিজেদেরই একটু ইয়ে লাগে। এগুলো খেলে কি ঠিক হবে কি হবে না। তখন বলি এগুলো থাক আবার ডাক্তারের থেকে ঔষধ আনি বরং।

প্রশ্নকর্তা: হু। তখন কি আগের প্রেসক্রিপশন দেখায় ঔষধ খান নাকি নতুন করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আবার বলেন?

উত্তরদাতা: নতুন করে বলতে হয়। যে আমার আগের সমস্যা আবার তো দেখা দিয়েছে। আগে যেরকম মাথা ব্যথা বা আগে যেরকম ঘাড় ব্যথা হতো এরকম বলতে হয়, তখন ওরা সেভাবে ঔষধ দেয়। তখন বলে, আপনি আগেরগুলোই খান অথবা নতুন করে দিয়ে দিছি এগুলো খান।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে এন্টিবায়োটিকের মেয়াদোর্ত্তীনতার তারিখ বলে। এটা সর্ম্পকে আপনি কি জানেন একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মেয়াদোর্ত্তীন বলতে?

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকের ডেট থাকেনা, বা মেয়াদ থাকে না– এরকম?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। অবশ্যই আমরা অনেক সময় ডেট দেখে খায়। আমরা যদি আজকে ঔষধ এনে খায় তাহলে এগুলো হয়তো বা দেখি না, ডাক্তার দিয়ে দেয় ওটা আমরা এতো খেয়াল করি না। পরে দেখা গেলো এক মাস বা দুই মাস পরে এন্টিবায়োটিক বাড়িতে পড়ে আছে কিছু তখন আমরা ওগুলো ডেট দেখে খায় অথবা খায় না– এরকম করি।

প্রশ্নকর্তা: ডেট কি লেখা থাকে?

উত্তরদাতা: ডেট অনেকগুলোর গায়ে লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম ঔষধ আপনি কত দিন রাখেন? এক মাসের মত রাখেন নাকি? যেহেতু বললেন, এক মাস পরে আর খান না।

উত্তরদাতা: হু। এক মাসের মত রাখি আমরা। এখন ঘরে নাই অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, কখনো কি মনে হয়েছে যে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে আমাদের মানুষের শরীওে কোন ক্ষতি হতে পারে? বা সমস্যা দেখা দেয় এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পর পর?

উত্তরদাতা: এরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আমাদের অনেক সময় মনে হয়, মানে সমস্যা দেখা দিতে পারে আমাদের। আসলে এত ঔষধ খাওয়া তো আসলে আমাদের শরীরের জন্য ভাল না। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: এ কারণে অনেক সময় আমরা এরকম করি যে, না থাক আর খাবো না, ঔষধ খেতে খেতে আমরা নিজেরাও অনেক ইয়ে হয়েগেছি তাই আর খাবো না– এরকম মনে হয়। তারপরেও অনেক সময় খেতে হয়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রশ্নকর্তা: হু, সেটা ঠিক। কিন্তু শরীরে কোন ধরণের সমস্যা বা রিএ্যকশন এরকম কিছু কি দেখা যায় কি না? এন্টিবায়োটিক, মানে যে পাওয়ারের ঔষধগুলো আছে সেগুলো ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারের ঔষধ অনেক দিন খেলে দেখা যায় শরীর দুর্বল হয়ে যায়, শরীর অস্বস্তি হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায়। তখন হয়তো পাওয়ারের ঔষধগুলো হয়তো খায় না, বন্ধ করে দিই, আর বেশি খারাপ হলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করি।

----------৩০:০৯ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ফোন করে বলি, এইগুলো খাওয়ার পরে দেখি এরকম লাগতেছে তখন এরা বলে এগুলো খাওয়া বাদ দেন আর এসে দেখাই যান আবার। তখন যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: শরীর দুর্বল হলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেন, এছাড়া নিজেরা কিছু করেন কিনা?

উত্তরদাতা: নিজেরা এমনি কিছু করি না, নিজেরা একটু ভাল-মন্দ খাওয়ার চেষ্টা করি– দুধ, মাছ। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হু। আচ্ছা। বলছিলাম যে মানুষের সাথে সাথে পশু যেগুলো আছে, প্রাণী যেগুলো আছে আমরা যেগুলো বাড়িতে পালি, গৃহপালিত পশু। আর আপনার আছে দুইটা গরু?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এই গরু দুইটার কখনো যদি কিছু হয়, এগুলোর জন্য কখনো কোন ঔষধ লাগলে আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতা: এগুলোর ঔষধ লাগলে সরকারের যে ডাক্তার আছে, পশু ডাক্তার এদের কাছে যায়। ওদের এখানে নিয়ে আছি বা নিয়ে যায়। এরা প্রেসক্রিপশন যা লাগে এরা ঔষধ দেয়, আমরা খাওয়ায়, পরে দেখা যায় এগুলো সুস্থ হয় আস্তে আস্তে। এখানে সরকারি যে ইয়ে আছে এদের কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তা: এখানে কে আছে সরকারি?

উত্তরদাতা: এখানে আছে ডা:১৯।

প্রশ্নকর্তা: ডা:১৯। কোথায় বসেন উনি?

উত্তরদাতা: উনি পাশের গ্রামের বাজারে বসেন।

প্রশ্নকর্তা: উনার কি কোন দোকান বা কোন কিছু আছে বা কোথায় বসেন উনি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। দোকান আছে উনার। দোকানও আছে আবার এমনি কাজও করে উনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ডা:১৯ এর কাছে যান। আচ্ছা তিনি কি ধরণের ঔষধ দেন গরুর জন্য কি ধরণের রোগ হলে কি এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা: এটা তো আসলে আমাদের জানা নাই, আমরা তো পশু চিকিৎসা যারা করে তাদের কাছে যায়, গিয়ে এরা যে সমস্যা দেখে বলে – এই রোগ হইছে ওই রোগ হইছে, এরা এখন এন্টিবায়োটিক ঔষধ দেয় কিনা এটা বলতে পারবো না। হয়তো বা ইনজেকশন দিয়ে যায়, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। এটা তো আসলে জিজ্ঞাস করি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এটা তো আসলে জিজ্ঞাস করি না এটা কি এন্টিবায়োটিক কিনা? এটা তো আসলে আমাদের জানারও দরকার হয় না।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে চিকিৎসা করে? সে কি এখানে আসে নাকি নিয়ে যেতে হয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। ফোন করলে আসে। আর না হলে বলে সময় নাই আপনারা নিয়ে আসেন। তখন নিয়ে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এটা তো দূরে মনে হয়?

উত্তরদাতা: খুব একটা দূরে না। পাশের গ্রামের বাজার দূর আছে, এর বাড়ি আবার আমাদের এখানে। এই য়ে ব্রীজটা আছে না? ব্রীজের এই পাড়ে।

প্রশ্নকর্তা: ও।

উত্তরদাতা: ওখানে নিয়ে গেলে হয়।

প্রশ্নকর্তা: ও! ওর কাছে। তো ঔষধ কোথায় থাকে তাহলে?

উত্তরদাতা: ঔষধ ওর সাথেই থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সাথে থাকে। তাহলে সর্বশেষ কবে আপনার গরুর জন্য ঔষধপত্র লাগছে?

উত্তরদাতা: সর্বশেষ গরুর ঔষধপত্র লাগছে আপনার, অনেক দিন হলো মোটামুটি বছরখানেক হবে।

প্রশ্নকর্তা: বছর? তাহলে আপনারা অনেক দিন থেকে গরু পালেন?

উত্তরদাতা: হু, সুস্থ আছে। আর গরু তো পালি অনেক দিন থেকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো কি ধরনের ঔষধ লাগছিলো? কত টাকার ঔষধ লাগছিলো? –এগুলো একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: কি ধরনের ঔষধ বলতে আপনার, ওই ইনজেকশন দিয়েছিলো তো, ওটা দিয়ে আপনার ৩৫০ টাকা লাগছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ৩৫০ টাকা নিয়েছিলো। ৩ টা ইনজেকশন দিয়েছে ৩৫০ টাকা, পরে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়েগেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর কোন কিছু?

উত্তরদাতা: আর এমনি ইনজেকশনের সাথে আর কিছু দেয়নি।

প্রশ্নকর্তা: এই এক বছরের মধ্যে কিছু দিয়েছেন?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: কোন ধরনের ঔষধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার কি মনে হয়, যে ইনজেকশনটা দিয়েছে এতে আপনার সন্তুস্তিটা কেমন? টাকা তো ৩৫০ টাকা দিলেন, দেয়ার পরে আপনার সন্তুস্তিটা কেমন?

উত্তরদাতা: সন্তুস্তি বলতে খুব একটা বেশি না। কারণ হলো এদের যে পরিশ্রম, ওই হিসাবে এরা খুব একটা টাকা বেশি নেয় না। আমার মনে হয় ঠিক আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ঠিক আছে না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তো কখনো কি মনে হয়েছে এন্টিবায়োটিক যে রকম মানুষের দেয়, সেরকম পশুরও দেয়, এই এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলে আপনার পশুর কোন ক্ষতি বা সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: আসলে ওগুলো খেয়ে যদি তাই হতো তাহলে তো আমি নিজে নিজে ঔষধ দিতাম। আর যাতে সেরকম সমস্যা না হয় তাই আমি পশু ডাক্তার ডেকে আনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখানে মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয় বা পপুলার পশু ডাক্তারকে?

উত্তরদাতা: মানুষের কাছে এই তো এরাই। ডা:১৯ এরাই, এরা মোটামুটি অনেকদিন যাবত ডাক্তারি করতেছে। বহুদিন যাবত, এরা তিন ভাই তিনো ভাই একই ব্যবসা, একই কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তিন ভাই?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। তিন ভাই গরু ইয়ে পশুর ডাক্তার, সরকারিভাবেই এরা কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনারা দেখান ডা:১৯ এর কাছে?

উত্তরদাতা: হু।

----------৩৫:০২ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যেটা এটা সর্ম্পকে আপনি শুনেছেন? মানে জানেন কিনা? এন্টিবায়োটিক তো বললেন জানেন পাওয়ারের ঔষধ। এটা হলো এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স সর্ম্পকে?

উত্তরদাতা: এটা সর্ম্পকে আমার ধারণা নেই।

প্রশ্নকর্তা: ধারণা নেই। ধরেন বলে হচ্ছে, এন্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ গড়ে তোলা?– এরকম কিছু শুনেছেন? কারোর কাছে বা কেউ বলেছে?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো শুনেন নাই। এরকম যদি এন্টিবায়োটিক ঔষধের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এরকম? আমাদের কোন সমস্যা হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা: না এধরনের কোন মন্তব্য কখনো শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, শুনেন নাই। যদি এরকম কোন সমস্যা কখনো হয়ে থাকে তাহলে কি করবেন, যদি হয়ে থাকে?

উত্তরদাতা: মানে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যেটা করা।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে তখন আপনি কি করবেন? রেজিসটেন্স হলে?

উত্তরদাতা: তখন যাই হোক, আমাদের তো মনে করেন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। যে এই এই সমস্যা হয়েছে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার জন্য, এখন কি করা যায়? ঐারা ডাক্তার এদের কাছে যেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কোন ধরণের ডাক্তারের কাছে যাবেন?

উত্তরদাতা: যারা দেখা যায় বিশেষজ্ঞ, ভাল ডাক্তার তাদের কাছে। যে এটা খাওয়ার পরে এটা হয়েছে তাহলে আপনি ভাল একটা যারা বিশেষজ্ঞ আছে এদের কাছে যেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখন আমার শেষের দিকে। এরকম কি মনে পড়ে আপনারা যে ১১ জন আছেন, অনেক বড় পরিবার, এই ১১ জনের মধ্যে কারোর কি কোন অসুস্থটা হয়েছে যার ফলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগছে বা কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে? এই মাসখানেকের মধ্যে?

উত্তরদাতা: না না। আমাদের এরকম কোন কিছু হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে । তাহলে ধন্যবাদ ভাই। অনেকক্ষণ আপনার সাথে কথা বললাম।

উত্তরদাতা: না না। ঠিক আছে।

----------oooooo----------